সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

শান্তিপূর্ণ তবে প্রশ্নহীন নয়

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

ঢাকা মহানগরে রেকর্ড সংখ্যক ভোটারের অনুপস্থিতি রাজশাহীতে জোট সরকারের সন্ত্রাস ও ভোটের ফলাফল পাল্টে দেয়ার অভিযোগ ও খুলনায় জোট সমর্থিত কমিশনার প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে দেশের তিনটি সিটি কর্পোরেশনের বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিজয়ী হয়েছেন সাদেক হোসেন খোকা। খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শেখ তৈয়েবুর রহমান। তবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ফলাফল নিয়ে। ভোটার বিহীন এ নির্বাচনকে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে প্রহসন ও তামাশা বলে আখ্যায়িত করে আগামী ২ মে সারা দেশে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। এগারোদলও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফলকে জাল-জালিয়াতি ও জোচ্চুরীর চরম বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঐ নির্বাচন বাতিলের জন্য ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

ভোট কেন্দ্রে যাওয়া এরকম ভোটারের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা

রাজশাহীতে নাগরিক কমিটি বিক্ষোভে ও হরতালের কর্মসূচি দিয়েছে। খুলনায় সে রকম কোনো প্রতিবাদের ঘটনা না ঘটলেও কমিশনার পদে জোট প্রার্থী বিশেষ করে জামায়াত প্রার্থীদের পরাজয়ে জোট ও বিএনপি দলের মধ্যকার সংকট আরও গভীর হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি'র অন্তর্দলীয় কোন্দল মেটাতে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে কেন্দ্র থেকে যে লোক পাঠানো হয়েছিল সে সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। খুলনার নির্বাচিত মেয়র এবার কেবল নিজের দলের পক্ষ থেকেই নয়, কমিশনার পদে বিজয়ী স্বতন্ত্র ও বিরোধী প্রার্থীদের বিরোধিতার মুখেও পড়বেন।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সব মিলিয়ে এটা বিএনপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে গেছে। জোট সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে ইতিমধ্যেই যে নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই নি

Please collect your print copy

'আমি দলমত নির্বিশেষে সকলের মেয়র'

সাদেক হোসেন খোকা

সদ্য নির্বাচিত ঢাকার মেয়র ও মহানগর বিএনপি'র সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, আমি শুধু এখন চার দলের নয়, দলমত নির্বিশেষে সবার মেয়র। দায়িত্ব গ্রহণ করে আমি প্রথম সিটি কর্পোরেশনের ওপর নগরবাসীর আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো। একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মেয়র নির্বাচিত হতে পেরে আমি খুশি। মেয়র মোঃ হানিফের মেট্রোপলিটান গভর্নমেন্ট প্রসঙ্গে সাদেক হোসেন খোকা বলেন, মেট্রোপলিটান সরকারের দাবি মেয়র মোঃ হানিফ তার অভিজ্ঞতার আলোকেই বলেছেন। প্রস্তাবটির সঙ্গে অনেক যুক্তি আছে। ওয়াসা, টিএন্ডটি, রাজউক প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এখন এক রাস্তা তিনবার খোঁড়া হয়। এতে অর্থের অপচয় হয়। সময় নষ্ট হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধান কার্যক্রম কি হবে? এ প্রশ্নের জবাবে নব নির্বাচিত মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বলেন, আমি মেয়র হানিফের ব্যর্থতাগুলো চিহ্নিত করে কাজ শুরু করবো। কেন মশার ওষুধে মশা মরে না। নগর পরিচ্ছন্ন থাকে না। ভোটার উপস্থিতি হার তো খুবই কম? এ প্রশ্নের জবাবে সাদেক হোসেন খোকা বলেন, প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে না থাকাতে ভোটার উপস্থিতি কম ছিল। এছাড়া গণমাধ্যমে সন্ত্রাসী প্রার্থীদের কারণে সন্ত্রাস হবে বলে আশঙ্কা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় জনগণ ভোট দিতে আসতে উৎসাহ পায়নি। ভবিষ্যতে সফলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরী নানা সমস্যায় জর্জরিত। মেয়র হিসেবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারাই হবে আমার বিজয়।